পাক্ষিক

আহ্‌মদী

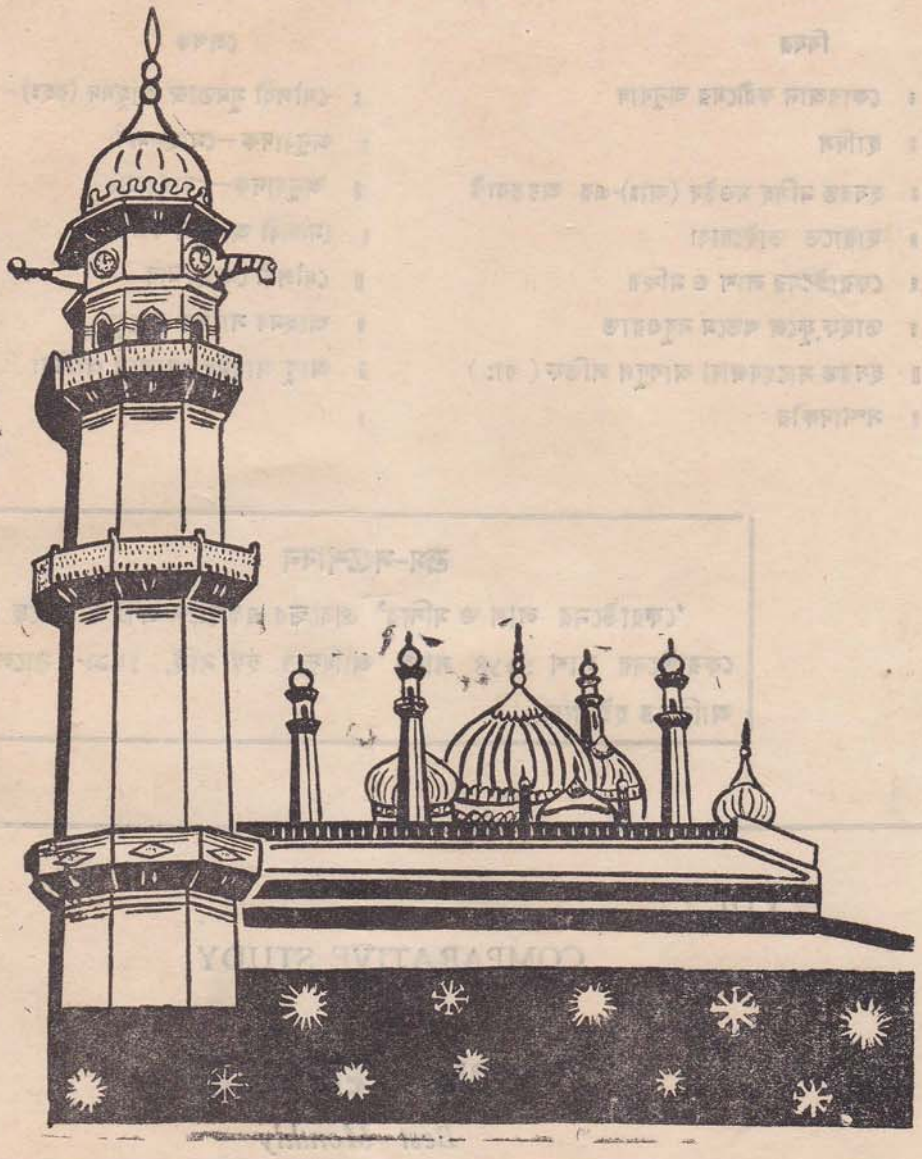

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৪ টাকা

১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ : ৩০শে তবুক, ১৩৪৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ : ৩০শে তবুক, ১৩৪৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৬২১
হাদিস	অনুবাদক—মোহাম্মাদ	৬২৩
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদক—মোহাম্মাদ	৬২৬
হায়াতে তাইয়্যেবা	মৌলবী আবদুল কাদির	৬২৭
ফেরাউনের লাশ ও মন্দির	মৌলবী মোহাম্মাদ	৬৩০
তাহফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়াত	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬৩৩
হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ (রাঃ)	আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া	৬৪০
সম্পাদকীয়		৬৪৪

ভ্রম-সংশোধন

'ফেরাউনের লাশ ও মন্দির' প্রবন্ধের একস্থানে ত্রুটি রহিয়াছে। ফেরাউনের লাশ ১৯১৪ সালে আবিষ্কৃত হয় নাই, ১৮৯৮ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে সেপ্টেম্বর : ১৯৬৮ সন : ৩০শে তবুক : ১৩৪৭ হিজরী শামসী : ১০ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

চতুর্থ রুকু

৩৭ ॥ এবং নূহের নিকট ওহী নাযিল করা হইল যে, যাহারা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত এখন অন্য কেহ আর ঈমান আনয়ন করিবে না। অতএব তাহারা যাহা কিছু করিতেছে, তজ্জন্য তুমি আক্ষেপ করিও না।

৩৮॥ এবং তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে এবং আমার ওহী অনুসারে নৌকা প্রস্তুত কর, এবং যাহারা অত্যাচারী তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট কোন কথা বলিও না। নিশ্চয়ই তাহাদিগকে জলমগ্ন করা হইবে।

৩৯॥ এবং সে নৌকা প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং তাহার জাতির প্রধানগণ যখন তাহার নিকট দিয়া যাইত, তাহারা বিদ্রূপ করিত। সে (তাহাদিগকে) বলিত, যদি তোমরা আমাকে বিদ্রূপ কর, তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে বিদ্রূপ করিব, যে ভাবে (আজ) তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছ।

৪০॥ অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে। কোন দলের উপর এমন শাস্তি আসিবে, যাহা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবে এবং তাহাদিগের উপর স্থায়ী শাস্তি নাযিল করা হইবে।

৪১॥ এমন কি যখন আমাদের (শাস্তির) আদেশ আসিবে এবং ঝর্ণাগুলি প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন আমরা বলিব, (হে নূহ,) তুমি প্রত্যেক প্রকারের জীব জন্তু হইতে দুইটি করিয়া নর ও নারী এবং যাহার উপর প্রতিশ্রুতি বাক্য পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া আছে, সে ব্যতীত তোমার পরিজন এবং মুমেনদিগকে নৌকায় আরোহন করাও এবং তাহার সঙ্গীয় মুমিন অল্প লোকই ছিল।

৪২॥ এবং (যখন বন্যা আসিল) সে বলিল, তোমরা উহাতে আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আরোহন কর। তাঁহার হাতে উহার গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৪৩॥ এবং নৌকা তাহাদিগকে লইয়া পর্বততুল্য তরঙ্গের উপর চলিতে লাগিল। এবং নূহ তাঁহার পুত্রকে, যখন সে এক পাশে পৃথক অবস্থিত ছিল, আহ্বান করিল, হে আমার পুত্র তুমি আমাদের সহিত (নৌকায়) আরোহন কর এবং তুমি ধর্মদ্রোহীদের সঙ্গে থাকিও না।

৪৪॥ সে উত্তর করিল, এখনই আমি কোন পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইব, যাহা আমাকে এই প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। (নূহ) বলিল, আজ আল্লাহ্‌র (শাস্তির) আদেশ হইতে কাহারও রক্ষা নাই, পরন্তু আল্লাহ্ যাহার উপর দয়া করিবেন। এবং এমন সময় তরঙ্গ তাহাদের উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অনন্তর সে জলমগ্নদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৪৫॥ এবং বলা হইল, হে পৃথিবী তোমার জল-রাশিকে গ্রাস কর এবং হে আকাশ তুমি (বারি বর্ষণে) ক্ষান্ত হও এবং জলকে শোষণ করা হইল এবং বিষয় মীমাংসা হইয়া গেল এবং নৌকা যূদী পর্বতের উপর (গিয়া) থামিল। এবং বলা হইল অত্যাচারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

৪৬॥ এবং নূহ তাহার প্রভুকে আহ্বান করিল এবং বলিল, হে আমার প্রভু। নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি নিশ্চিৎ সত্য এবং তুমি সকল বিচারকের চেয়ে অতি ন্যায়বান।

৪৭॥ (আল্লাহ্ বলিলেন,) হে নূহ, নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। নিশ্চয় সে দুষ্কর্মশীল। অতএব তুমি আমাকে এমন বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহার জ্ঞান তোমার নাই। নিশ্চয় আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যেন তুমি অজ্ঞ লোকদের শ্রেণীভুক্ত না হও।

৪৮॥ নূহ বলিল, হে আমার প্রভু, যে বিষয়ের ভালমন্দের জ্ঞান আমার নাই, সে সম্বন্ধে

ভবিষ্যতে তোমাকে প্রশ্ন করার অপকার হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার উপর দয়া না কর, তবে নিশ্চয় আমি ক্ষতিগ্রস্থ হইব।

৪৯॥ (ইহাতে) তাহাকে বলা হইল, হে নুহ, তোমার উপর এবং তোমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদের কতক দলের উপর আমার সমীপ হইতে অবতীর্ণ শান্তি ও মঙ্গলের সহিত নামিয়া আইস এবং কতক দল এমন আছে, যাহাদিগকে আমরা (ক্ষণিক পার্থিব) সুখ সম্ভোগ দান করিব। অতঃপর আমার নিকট হইতে তাহাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসিবে।

৫০॥ এই (সতর্কতা মূলক বর্ণনা) গায়েবের সংবাদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলিকে আমরা তোমার নিকট ওহী দ্বারা নাযিল করিতেছি। ইতিপূর্বে তুমি এবং তোমার জানিত না। তুমি ধৈর্য ধারণ ধরিয়া চল। নিশ্চয় ধর্মপরায়নদের জন্যই উত্তম পরিণাম।

★

॥ হাদিস ॥

হযরত রসুল (সাঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে

আবু সুফিয়ান ও হারকিউলিসের কথোপকোথন

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেনঃ আবু সুফিয়ান বিন হারাবের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছিঃ আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে (হুদায়বিয়ার) সন্ধিকালে আমি সফর করিতেছিলাম। তিনি বলিয়াছেনঃ আমি যখন সিরিয়ায় গেলাম, তখন 'হারকিউলিস' (রোমরাজ্যের বাদশাহ)-এর নিকট রসুলের এক পত্র আনা হইয়াছিল। দাহিয়া আল কালবী বাসরার শাসনকর্তার নিকট পত্রটি আনিয়াছিল। বাসরার শাসনকর্তা পত্রটি হারকিউলিসের নিকটে দিয়াছিল। হারকিউলিস প্রশ্ন করিলেনঃ যিনি নবুওয়াতের দাবী করিয়াছেন, এখানে কি তাহার গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি আছে? তাহারা বলিলঃ আছে। তখন একদল কোরেশসহ আমাকে ডাকা হইল। আমরা হারকিউলিসের নিকটে গেলাম এবং তাঁহার সম্মুখে আমাদিগকে বসিবার আসন দেওয়া হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ যিনি নবুওতের দাবী করিয়াছেন, আপনাদের মধ্যে কে তাহার সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়? আবু সুফিয়ান বলিলেনঃ আমি। তখন তাহারা আমাকে (আবু সুফিয়ানকে) তাঁহার (হারকিউলিসের) সম্মুখে বসাইল এবং আমার সঙ্গীগণকে আমার পশ্চাতে বসাইল। পরে তিনি (হারকিউলিস) দোভাষীকে ডাকিলেন এবং বলিলেনঃ তাহাদিগকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদিগকে) বল, যিনি নবুওতের দাবী করিয়াছেন,

তাহার সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করিতেছি। যদি তিনি (আবু সুফিয়ান) মিথ্যা বলেন, আপনারা তাহার প্রতিবাদ করিবেন। আবু সুফিয়ান বলিল: খোদার কসম যদি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আসার ভয় না থাকিত, আমি নিশ্চয়ই তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতাম। তখন তিনি (হারকিউলিস) দোভাষীকে বলিলেন: তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, আপনাদের মধ্যে তাঁহার বংশ মর্যাদা কিরূপ? আমি বলিলাম: আমাদের মধ্যে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তাঁহার পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বলিলাম: না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তাঁহার দাবীর পূর্বে আপনারা কি তাঁহার বিরুদ্ধে কখনও মিথ্যা বলার অভিযোগ আনিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন: না। তিনি প্রশ্ন করিলেন: কাহারা তাঁহার অনুসরণকারী হইয়াছে, জনগণের মধ্যে যাহারা সম্ভ্রান্ত অথবা যাহারা তাহাদের মধ্যে দুর্বল? আমি বলিলাম: তাহাদের মধ্যে যাহারা দুর্বল তাহারাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন: তাহারা কি সংখ্যায় বাড়িতেছে, না কমিতেছে? আমি বলিলাম: তাহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন: তাহাদের মধ্যে কেহ কি তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর, বিরক্ত হইয়া ধর্মত্যাগী হইয়াছে? আমি বলিলাম: না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনারা কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন? আমি বলিলাম: হ্যাঁ। তিনি বলিলেন: তাঁহার সহিত আপনাদের যুদ্ধ কি প্রকারের ছিল? আমি বলিলাম: আমাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ কুয়ায় একটি বালতির উঠা নামার ন্যায় ছিল। ইহাতে কখনও তিনি জয়ী হইয়াছেন এবং কখনও আমরা জয়ী হইয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তিনি কি কখনও চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন? আমি বলিলাম: আমরা তাঁহার সহিত এখন সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ। এখন পর্যন্ত তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। ভবিষ্যতে তিনি কি করিবেন, জানি না। আল্লাহ্‌র কসম। ইহার অতিরিক্ত কোন কথা আমার পক্ষে বলা ও স্বীকার করা সম্ভব নয়।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তাঁহার পূর্বে কি কেহ এরূপ (নবুওয়তের) দাবী করিয়াছিল? আমি বলিলাম: না। তিনি তখন দোভাষীকে বলিলেন: তাঁহাকে বল, আমি আপনাকে তাঁহার বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং আপনি উত্তর দিয়াছেন যে, তিনি আপনাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং নবীগণ তাহাদের জাতির মধ্যে এইরূপ সম্ভ্রান্ত বংশের হইয়া থাকেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিলেন কিনা। আপনি উত্তর দিয়াছেন, না। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য যে, তাঁহার পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহ বাদশাহ থাকিলে, বলিতে পারিতাম যে, তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের রাজত্বের অভিলাষী। আমি আপনাকে তাহার অনুসরণকারীগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাহারা জনগণের মধ্যে দুর্বল অথবা সম্ভ্রান্ত কিনা। আপনি উত্তর দিয়াছেন যে, তাহারা দুর্বল এবং নবীর অনুসরণকারীগণ এইরূপই হইয়া থাকেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনারা কি কখনো তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ আনিয়াছিলেন? আপনি উত্তর দিয়াছিলেন: না। আমি জানি যে, মানুষের সহিত মিথ্যা বলার অভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার পর তিনি গিয়া আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতেন। আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষা গ্রহণের পর বিরক্ত হইয়া ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে কিনা। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন: না। ঈমানের প্রফুল্লতা হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পর ইহাই স্বাভাবিক। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা কমিতেছে কিনা। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তাহারা বাড়িতেছে। ঈমানের

বৈশিষ্ট এইরূপই হইয়া থাকে, এমন কি উহা অবশেষে জয়যুক্ত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, আপনারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ঐ যুদ্ধ কুয়ায় বালতি উঠানামার ন্যায় ছিল। কখনও তিনি উহাতে জয়ী হইয়াছিলেন এবং কখনও আপনারা জয়ী হইয়াছিলেন। এইভাবেই নবীদের হইয়া থাকে। পরিণামে তাহাদের জয় হইয়া থাকে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কি না। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন না। বস্তুতঃ নবীগণ এইরূপই হইয়া থাকেন। তাঁহারা চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহার পূর্বে কেহ এইরূপ দাবী করিয়াছে কিনা। আপনি উত্তর দিয়াছিলেন, না। ইহাতে আমি নিজের মনে মনে বলিলাম, তাঁহার পূর্বে যদি কেহ এইরূপ দাবী করিত তাহা হইলে আমি বলিতে পারিতাম যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী দাবীদারের অনুকরণ করিতেছেন।

ইহার পর তিনি (হারকিউলিস) জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি আপনাদিগকে কি করিতে আদেশ দেন ? আমরা (কোরায়েশগণ) উত্তর দিলাম যে, তিনি আমাদিগকে নামায পড়িতে, যাকাত দিতে, আত্মীয়তার বন্ধনের সম্মান করিতে এবং পবিত্রতা রক্ষা করিতে আদেশ দেন। তিনি বলিলেন, আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি নবী এবং পূর্বেই আমি জানিতাম যে, তিনি আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু ইহা আমার জানা ছিল না যে, তিনি আপনাদের মধ্য হইতে হইবেন। ইহা আমি জানিলে আমি তাঁহার অনুগত হইতাম। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইতাম এবং আমি তাঁহার নিকটে থাকিলে, তাঁহার পদযুগল ধৌত করিতাম এবং নিশ্চয়ই তাঁহার রাজ্য আমার রাজ্যকে ছাইয়া ফেলিবে।

ইহার পর তিনি আল্লাহ্‌র রসুলের পত্র আনাইয়া পাঠ করিলেন। (বোখারী ও মোসলেম)।

অনুবাদক—মোহাম্মাদ

★

॥ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

খ্রীষ্টানদের প্রতি সম্বোধন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যাঁহার নাম সর্বশক্তিমান।
তাঁহার সম্বন্ধে (ফুরকান) পাকা সংবাদ দিয়াছে ॥
পরম প্রিয়ের গলিতে উহা টানিয়া আনে।
পরে (উহা) কত আশ্চর্য নিদর্শন দেখায় ॥

অন্তরকে সদা আলোকপূর্ণ করিতে থাকে।
হৃদয়কে উহা নির্মল ও স্বচ্ছ করিয়া থাকে ॥
উহার গুণাবলী আমি কি বর্ণনা করিব।
উহা হৃদয়কে পরমাত্মার জ্ঞান দান করে ॥

উহা বিশাল সূর্যাকারে দীপ্তিমান।
কিভাবে উহাকে অস্বীকার করিবে ॥
উহা আমাকে পরম প্রিয়ের সমীপে আনিয়াছে।
উহাকে (কুরআনকে) লাভ করিয়া আমি পরম প্রিয়কে পাইয়াছি ॥

সেই পূর্ণ গ্রন্থ জ্ঞানের সমুদ্র।
ঐশী প্রেমের পানপাত্র আমায় পান করাইতেছে ॥
উহার কথা যখন স্মরণ হয়।
স্মৃতিপট হইতে সারা সৃষ্টি মুছিয়া যায় ॥

হৃদয়ের মধ্যে খোদার নকসা আঁকিয়া দেয়।
হৃদয় হইতে সকল অনুপাস্যকে দূর করে ॥
বেদনাতুর হৃদয়ের একমাত্র প্রলেপ উহাই !
খোদা হইতে একমাত্র খোদা-প্রদর্শনকারী উহাই ॥

একমাত্র পথপ্রদর্শক জ্যোতিরূপে আমি উহাকেই পাইয়াছি ॥
উহাকেই আমি একমাত্র মনোমুগ্ধকারী পাইয়াছি ॥
উহার অস্বীকারকারী যাহা বলে,
নিছক বাজে কথা বলে ॥

মজা তখনই দেখিবে, যখন আমার সামনে আসিবে।
আমার সম্মুখে কথা বলিয়া দেখ ॥
আমার নিকট এই মনোহরের অবস্থা শোনো।
আমার নিকট উহার রূপ ও গুণের বর্ণনা শোনো ॥

চক্ষু যদি অন্ধ হইয়া থাকে, অন্ততঃ কর্ণতো আছে।
উহাও যদি না থাকে, তবে পরীক্ষা তো কর ॥
(দুররে সমীন)।

অনুবাদক—মোহাম্মাদ

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদির

সাহেবযাদা মীর্যা মুবারক আহমদ সাহেবের জন্ম, [১৪ই জুন, ১৮৯৯ সন]ঃ

১৪ই জুন, ১৮৯৯ সনে তাঁহার চতুর্থ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম মুবারক আহমদ রাখা হয়। তাঁহার জন্মের দুই মাস পূর্বে হযরত আকদাসের সহিত তাঁহার আত্মা এলহাম স্বরূপে এই কথা বলিল ঃ—

انی اسقط من الله و اصیبه

অর্থাৎ, "এখন আমার সময় হইয়াছে। এখন আমি খোদার তরফ হইতে এবং খোদার হাতে ভূমিষ্ঠ হইব এবং তাঁহারই নিকট প্রস্থান করিব।" এই এলহামের তাৎপর্য তিনি চিন্তা পূর্বক করিলেন ঃ

এই ছেলে অত্যন্ত 'নেককার' হইবে এবং খোদার দিকে তাহার গতি হইবে, অথবা শিঘ্রই পরলোক গমন করিবে।" (১)

বস্তুতঃ, তাৎপর্যের শেষাংশ অনুসারে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ সনে হযরত আকদাসের জীবনকালে সাহেবযাদা মুবারক আহমদ ইন্তেকাল করেন।

কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া ইহার প্রতি হযরত আকদাসের প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। তাঁহার যখন পীড়া হইল তখন হযরত আকদাস তাঁহার চিকিৎসার্থে রাতদিন নিমগ্ন রহিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহার মৃত্যু হইল, অমনি তিনি এরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিলেন যে, সকলেই আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন। মুবারক আহমদ সাহেবের কবরের স্মৃতি প্রস্তরের উপরে তিনি কতিপয় পদ কবিতা লিখিলেন। তদ্বারা তাঁহার প্রাণের সত্যিকার ছবি প্রস্ফুটিত হইতেছে। এই পদাবলীর মধ্যে দুইটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কলিজার টুকরা মুবারক আহমদ সুদর্শন, সু-মতি ছিল। সে আজ আমাদিগ হইতে পৃথক হইয়া আমাদের চিত্তকে শোকাকুল করিয়াছে। আট বৎসর ও কয়েক মাস মাত্র বয়োকালে, খোদা তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। আহ্বানকারী সব চেয়ে প্রিয়। ওহে তাঁহারই তরে তুমি প্রাণ উৎসর্গ কর।" (২)

এক মেমোরিয়াল দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের আবেদন [২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ সন]ঃ

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ সনে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি মেমোরিয়াল দ্বারা আবেদন করিলেন। আজকাল সকল ধর্মের অনুবর্তীরাই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য গলা কাটাকাটি করিতে দেখা যায়। গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য পৃথিবীতে সত্য ধর্মের গবেষণার্থে একটি সম্মেলনীর আহ্বান করেন। এই সম্মেলনীতে প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম নেতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থের মহৎ শিক্ষাগুলি উপস্থিত করিবেন। তাহার পর তাঁহাদের স্ব স্ব আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা এমন প্রমাণ উপস্থিত করিবেন, যদ্বারা ইহা দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে যে, তাঁহাদের ধর্ম পালনে মানুষ আধ্যাত্মিক উচ্চ স্থানীয় পরিণতি লাভ করিতে পারে। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ فان لله و انا لیه را جعون

(১) তিরয়াকুল কুলুব., ৪০ পৃষ্ঠা। (২) সম্পূর্ণ কবিতাটি যথাস্থানে সনিবিষ্ট হইবে।

"আমাদের মহামান্য গবর্ণমেণ্ট একটি ধর্ম সম্মেলনের ঘোষণা দ্বারা প্রস্তাবিত সম্মেলনের জন্য এমন তারিখ নির্দিষ্ট করুন, যাহা দুই বৎসরের অধিক না হয় এবং প্রত্যেক জাতির শীর্ষস্থানীয় উলামা, আধ্যাত্মিত পুরুষ এবং এলহাম প্রাপ্ত মুলহীমগণকে এজন্য আহ্বান করেন যে, তাঁহারা সম্মেলনের তারিখে উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব ধর্মের সত্যতার প্রমাণ দেন।"

(১) প্রথম, এমন শিক্ষা উপস্থিত করেন, যাহা অন্য শিক্ষা সমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহা মানুষ বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখারই জল সেচন করে।

(২) দ্বিতীয়, এই প্রমাণ দিবেন যে, তাঁহাদের ধর্মের আধ্যাত্মিকতা ও উন্নত শক্তি প্রাথমিক সময়ের দাবী করিবার ন্যায় এখনো তেমনি বিদ্যমান আছে। এই ঘোষণা সম্মেলনের পূর্বে করিতে হইবে। ইহাতে পরিষ্কারভাবে এই নির্দেশ থাকিবে যে, জাতিগণের নেতার এই দুইটি প্রমাণের জন্যে প্রস্তুত হইয়া সম্মেলনের মধ্যে পা রাখিবেন এবং শিক্ষার সৌন্দর্য সমূহ বর্ণনা করিবার পর এমন উচ্চ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ উপস্থিত করেন, যাহা শুধু খোদার জ্ঞানের সহিত বিশিষ্ট এবং তাহা এক বৎসরের মধ্যে পূর্ণও হয়।"

অতঃপর বলেন ঃ

"এবং সত্য ধর্ম তাহাই, যাহার মধ্যে জীবন্ত আদর্শ বিদ্যমান থাকে। কোন হৃদয়, কোন বিবেক কি কখনো স্বীকার করিতে পারে যে, ইহা সত্য ধর্ম কিন্তু ইহার সত্যতার চমক ও সত্যতার নিদর্শন সম্মুখে নাই, পিছনে রহিয়াছে এবং নির্দেশ সমূহের প্রেরকের মুখে চিরদিনের সিল পড়িয়াছে? আমি জানি, খোদাতায়ালার অন্বেষণে প্রকৃত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিমাত্রই কখনো এরূপ ধারণা পোষণ করিতে পারে না। ইহার নিমিত্ত ইহাই জরুরী যে, প্রত্যেক সত্য ধর্মের এই নিদর্শন থাকিবে যে, জীবন্ত খোদার জলন্ত আদর্শ ও চিহ্নাবলীর উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সেই ধর্মে সদা বিদ্যমান থাকিবে। যদি আমাদের এই গবর্ণমেণ্ট সত্যের সমর্থন করে এবং যদি এই প্রকার সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও আনন্দ সহকারে এই সম্মেলনে যোগদান করিতে পারে। জাতিগণের নেতাগণ, যাঁহারা মহাপবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া জাতি সমূহের কোটি কোটি টাকা ভক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্রতা পরীক্ষার্থে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর পন্থা নাই যে, তাঁহাদের বা তাঁহাদের ধর্মের খোদার সহিত যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের জীবন্ত প্রমাণ চাওয়া হয়।"

নসিবিন অফাদ

হযরত আকদাস যখন জানিতে পারিলেন যে, হযরত মসিহ্ নাসেরী ক্রুশের ঘটনার পর কাশ্মিরে আগমন করেন এবং একশত বিশ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ জীবনপ্রাপ্ত হইয়া এখানেই তিনি লোকান্তরিত হন, তখন তিনি চেষ্টা করিলেন, যাহাতে এই প্রসঙ্গের আধুনিক হইতে আধুনিকতম প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, রাওযাতুস্-সাফা' পাঠে তিনি জানিতে পারেন যে, হযরত মসিহ্‌কে ক্রুশের ফিৎনার সময় নসিবিনের বাদশাহ, তাঁহার নিকট আহ্বান করেন। একজন ইংরাজও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই হযরত মসিহ্ ঐ বাদশাহের পত্র প্রাপ্ত হন। এমনকি, সেই পত্রটিও এই ইংরাজ তাঁহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তখন হুযুরের মনে এই ভাবের সৃষ্টি হইল যে, এই বিষয়ে অধিকতর রশ্মিপাতের জন্য নসিবিন হইতে কোন কোন প্রতিলিপি বা কবরের স্মৃতি লিপি প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়। এমনকি হযরত মসিহ্‌র কোন কোন হাওয়ারীর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভও বিচিত্র নয়। সুতরাং তিনি এই উদ্দেশ্যে নসিবিন

তিনজন বিচক্ষণ ও উদ্যমশীল ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। বস্তুতঃ, ১০ই অক্টোবর, ১৮৯৯ সন একটি ইশ্‌তেহার 'জলসাতুল-বেদা' শীর্ষ দিয়া প্রকাশ করিলেন। এই ইশতেহারে লিখিত হইল যে, ১২ই নবেম্বর, ১৮৯৯ সন বন্ধুগণ একত্রিত হইয়া এই মীর্যা খোদা বখ্‌শ এবং তাঁহার দুইজন সাক্ষীকে প্রতিনিধি দল স্বরূপে দোয়া পূর্বক বিদায় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সফরের কোন কোন মুশকিলের কারণে এই প্রতিনিধি দল রওয়ানা হইতে পারেন নাই।

ফনোগ্রাফ দ্বারা কাদিয়ানের হিন্দুগণের তবলীগ

হযরত আকদসের ইসলাম প্রচারের নব নব সুযোগ অন্বেষণ করার একান্ত অভিলাষ ছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে মালির কোটলার হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেব ফনোগ্রাফ ক্রয় করিয়া উহা কাদিয়ানে আনয়ন করেন। উহার সহিত শব্দ ধরিবার যন্ত্রাদিও ছিল। হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের দ্বারা সুরাহ আম্বিয়ার শেষ রুকু পাঠ করাইয়া উহাতে ভর্তি করা হয় এবং হযরত আকদাসকে শোনান হয়। হযরত আকদাস ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। কাদিয়ানের আর্যগণ যখন জানিতে পারিল যে, নবাব সাহেব ফনোগ্রাফ আনিয়াছেন, তখন তাহারা ইহাকে অভিনব জিনিষ মনে করিয়া হযরত আকদাসের নিকট ফনোগ্রাফ শুনিবার আবেদন করিল। হযরত আকদাস বলিলেন, বেশ ভাল। আপনারও কোন সময় আসিবেন। এদিকে তো তাহাদিগকে ইহা বলিলেন এবং অন্যদিকে হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেবকে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত ফনোগ্রাফ শোনা বা শোনান লাভজনক সে সময় ব্যতীত অযথা সময় নষ্ট যেন না করা হয়। ফনোগ্রাফের দ্বারা আর্য্যগণকে তবলীগ করা হোক?" তিনি কতকগুলি 'শায়ের' লিখিলেন এবং মৌলবী আবদুল করীম সাহেবকে বলিলেন যে, তিনি ঐগুলি সুকণ্ঠে পাঠ করিয়া ইহাতে আবদ্ধ করেন। হুযুরের আদেশ পালন করা হইল। আর্য মহোদয়গণ আসিলে, তাঁহাদিগকে ঐসকল 'শায়ের' শোনান হইল। উহার প্রথম শের এই ছিল ঃ

"ফনোগ্রাফ হইতে এই শব্দ আসিতেছে, খোদাকে দেল দিয়া তালাশ কর ঃ লম্ফ ঝম্ফ দ্বারা নয়।

এই প্রকারে আর্য্যগণের আবেদন মঞ্জুর করা হইল এবং হযরত আকদাসের উদ্দেশ্য অনুসারে তাহাদিগকে তবলিগ করা হইল।

(ক্রমশঃ)

★

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্‌র কালাম
হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ

ফেরাউনের লাশ ও মন্দির

মৌলবী মোহাম্মাদ

হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী বনি ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইয়া, যখন লোহিত সাগরে জোয়ারের পানিতে ফেরাউন জলমগ্ন হইতেছিল, তখন সে নিজ ভ্রম স্বীকার করে এবং আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনে। আজীবন সে বনি ইসরাইলের উপর কঠোর উৎপীড়ন চালায় এবং তখন হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে বনি ইসরাইল জাতিকে লইয়া রাত্রিযোগে মিসর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন ফেরাউন জানিতে পারিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া, তাঁহাদিগকে আঘাত হানিবার ও বন্দীরূপে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। এইভাবে তাহার পাপ যখন চরমে পৌঁছিল, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ অবতীর্ণ হইল। সে তাহার দলবল সহ জোয়ারের পানিতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাহার জলমগ্নকালীন অবস্থা পবিত্র কুরআনে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

"এবং আমরা বনি ইসরাইলকে সাগর পার করিয়া আনি; এবং ফেরাউন তাহার দলবলসহ অন্যায় ও আক্রমনাত্মক ভাবে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে, যখন সে জলমগ্ন হইতেছিল, সে বলিল, আমি ঈমান আনিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই, যাহার উপর বনি ইসরাইল ঈমান আনিয়াছে এবং আমি তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পন করিতেছি।' কি? এখন! এতদিন তুমি অবাধ্য ছিলে এবং ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (উত্তম; শেষ সময় হইলেও যেহেতু তুমি ঈমান আনিয়াছ) সুতরাং অদ্য তোমাকে দেহের মধ্যে রক্ষা করিব, যেন তুমি পরবর্তীগণের নিকট নিদর্শন হও। নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল আছে।" (সুরা ইউনুস ৯ম রুকু)।

উপরুক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরাউনের লাশকে রক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন।

প্রাচীন যুগে একমাত্র মিসর ব্যতিরেকে পৃথিবীর আর কোথাও লাশকে রক্ষা করিবার বিদ্যা ও ব্যবস্থা মানুষের জানা ছিলনা।

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌তায়ালার নিজস্ব কালাম হওয়ার ভূরি ভূরি নিদর্শন উহার পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। ফেরাউনের লাশ এই সকল নিদর্শনের অন্যতম। ফেরাউনকে জগৎবাসীর নিকট ধর্মবিরোধীদের পরিণামের নিদর্শন করিবার জন্য তিনি প্রাচীন মিসরীদিগকে মৃতের লাশ রক্ষা করিবার বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা তাহাদের মৃত আত্মীয়ের লাশকে পর্বত গুহায় সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিল! ইহা তাহাদিগের এক প্রিয় ও অপরিহার্য্য ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে যাহার লাশকে নিদর্শন করিবার জন্য এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, উহা যখন জগতের অগোচরে রক্ষিত হইয়া গেল, তখন খোদাতায়ালা মিসরীদিগকে মমী

রাখার বিদ্যা ও অনুষ্ঠান ভুলাইয়া দিলেন। ফেরাউনের লাশ রক্ষিত হওয়ার সংবাদ তওরাত, জব্বুর, ইঞ্জিল ইতিহাস বা কিংবদন্তিতে কোথাও বর্ণিত হয় নাই। পৃথিবী তাহার লাশের খবর জানিত না। অথচ ঐ ঘটনার প্রায় ২০০০ বৎসর পর হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর পবিত্র কুরআনে উহা রক্ষিত হওয়ার সংবাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান হয়। ইহার আরও প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পর গত ১৯১৪ সালে মিসরের এক পাহাড়ের গুহায় মমী আকারে রক্ষিত ফেরাউনের লাশ আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণিত হয় যে, উহা ফেরাউনের লাশ। উহা কায়রোর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। পাতলা বেঁটে মানুষ। মুখে তাহার আজও ক্রোধ ও মূর্খতার ভাব সুস্পষ্টকারে ফুটিয়া রহিয়াছে।

যে সংবাদ কেহ জানিত না, উহা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জানার উপর ছিল না। উহা একমাত্র আলেমুল গায়েব সর্বজ্ঞ খোদা ব্যতিরেকে কাহারও জানিবার ও জানাইবার উপায় ছিল না। উপরে বর্ণিত আয়াতে, "যেন তুমি পরবর্তীগণের নিকট নিদর্শন হও" বলিয়া আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ফেরাউনের অজানাভাবে রক্ষিত লাশ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইবে। যাঁহার কর্তৃত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতিরেকে কে এ কথা বলিতে পারিত। ইহা কোন মানুষের কল্পনা প্রসূত বাণী ছিল না, পরন্তু স্বয়ং খোদার বাণী।

ফেরাউনের অপমৃত্যুর কারণ ছিল, আল্লাহ্‌র আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া মিথ্যা ধর্মের জন্য সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে তাহার অবিরাম সংগ্রাম, উৎপীড়ন, ও অত্যাচার। সে বনি ইসরাইলদিগকে বেগার খাটাইয়া মিসরের নীল নদের তীরে নূরীয়ান উপত্যকায় বহু সাধে অপূর্ব পূজা-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিল। একটি মন্দির তাহার নিজের ও অপরটি রানী নেফারটিটির। এগুলি প্রাচীন শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দির-গুলি 'আবু সিম্বলের মন্দির' নামে প্রসিদ্ধ। কয়েক বৎসর পূর্বে নীল নদের পানি আটক করিয়া যখন কৃষি উন্নয়নের জন্য সুউচ্চ আসোয়ান বাঁধ নির্মানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তখন দেখা যায় যে, ইহার ফলে প্রাচীন স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই জোড়া মন্দির নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। সেইজন্য ইউনেসকো (U. N. E, S. C. O.)-এর তত্ত্বাবধানে বহু টাকা ব্যয় করিয়া, মন্দিরদ্বয়কে নিমজ্জন হইতে বাঁচাইবার জন্য, মন্দিরের পাথরগুলিকে ব্লক করিয়া কাটিয়া কাটিয়া অদূরে ২০০ ফিট উচ্চ পাহাড় চূড়ায় স্থানান্তরিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পাকিস্তান এই কাজে ১,৩০,০০০ ডলার দান করিয়াছে। আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে মন্দিরদ্বয়ের স্থানান্তরিত ক্রিয়ার সমাপ্তিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে, যাহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। পাকিস্তানও উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইয়াছে।

খোদাতায়ালার কি অপূর্ব মহিমা! তিনি ফেরা-উনকে নিমজ্জিত হইবার সময় তাহার লাশকে রক্ষা করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, উহা শুধু ফেরাউনের নিজের লাশের জন্যই নহে, বরং তাহার ধর্মের লাশ তাহার পূজা মন্দিরের জন্যও পূর্ণ করিলেন। লস্কর সহ ফেরাউনের মৃত্যুর সহিত, তাহার ধর্মও বিলুপ্ত হয় এবং তাহার মন্দির পূজাহীন প্রাণহীন হইয়া তাহার মৃত ধর্মের লাশরূপে নীল নদের কুলে যুগ যুগ ধরিয়া তাহার যুলুমের সাক্ষীরূপে খাড়া থাকে। এতদিন উহা পানি হইতে নিরাপদ ছিল। কিন্তু এ যুগে যখন ফেরাউনের মৃত লাশ আবিষ্কৃত হইল, তখন তাহার ধর্মের লাশ রূপী পড়ো মন্দিরটি নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইল। এই মন্দিরই তাহার ধর্মের প্রতীক ছিল। কিন্তু তাদের মিথ্যা ধর্ম তাহাকে মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে রক্ষা করিতে পারে নাই। মৃত্যুকে সম্মুখে আসন্ন দেখিয়া সে শেষ মুহূর্তে সত্য ধর্মের

উপর ঈমান আনিয়াছিল। সে আশা করিয়াছিল প্রতিবাদের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড আযাব হইতে যেভাবে সে এবং মিসরবাসী অনুতাপ করিয়া হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়ায় বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবারও বুঝিবা সে ঈমান আনিবার অসিলায় বাঁচিয়া যাইবে। জড়দেহে কোন মতে থাকিয়া যাইবার জন্য তাহার এই প্রয়াস ছিল। ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আকারের ঈমান ছিল। কিন্তু খোদাতায়ালা মহান প্রদাতা। ঈমান অনুযায়ী তাহাকে তাহার প্রার্থনার ফল দিলেন। সীমা অতিক্রম করার জন্য তিনি তাহাকে প্রাণে বাঁচাইলেন না, কিন্তু তাহার শেষ জড় বাসনাকে মঞ্জুর করিয়া তাহাকে আজও জড় দেহে রাখিয়া দিয়াছেন। ফেরাউন বাদশাহ হিসাবে আপন যুগে মিসরীয় ধর্মের যেরূপ প্রতীক ছিল, তেমনি তাহার মন্দির ধর্মের প্রতীক ছিল। এই দুই প্রতীকের লাশকে খোদাতায়ালা সেই যুগে নবীর বিরুদ্ধাচরণে সত্য ধর্মের মোকাবেলায় পরিণামের জলন্ত নিদর্শন হিসাবে আজ আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই নিদর্শনের পিছনে কত যুগের কত আয়োজন এবং সাধনাই না রহিয়া গেল। ইহা কি নিরর্থক? অধর্মের এই দুই প্রতীক আল্লাহ্‌তায়ালার কালামের পরিচয় ও সত্যতার জন্য আজ গগনচুম্বি প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান এবং আল্লাহতায়ালা যতদিন চাহেন তত-দিন ইহারা এইভাবে নিদর্শন সরূপে কায়েম থাকিবে। এই নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ক্ষমতা কাহার আছে, পবিত্র কুরআনের পক্ষ হইতে তাহাকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন স্থানে এক হইতে একাধিক সুরা বানাইয়া পেশ করার চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন। এই স্থানে তিনি শুধু একটি সংবাদের অনুরূপই সংবাদ দিবার চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন।

"তাহাদিগকে ইহার অনুরূপ একটি কথাই পেশ করিতে বল, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।"

(সুরা তুর ২য় রুকু)।

আমাদিগের আলোচিত সংবাদ এমন পর্যায়ের যে উহার মোকাবিলা করিবার কাহারও সাধ্য নাই এবং উহা চূড়ান্তভাবে আল্লাহতায়ালার কালামের সত্যতা সাব্যস্ত করিতেছে। পবিত্র কুরআনে এই পর্যায়ের ভূরি ভূরি সংবাদ রহিয়াছে, যাহা অপূর্ব এবং মানবের রচনা ক্ষমতার বহির্ভূত।

আমাদিগের আলোচিত নিদর্শনের মধ্যে সবক রহিয়াছে যে, আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে যখন নবী আসেন, তখন তাঁহার ও তাঁহার জামাতের মোকাবিলা করিলে পরিণাম অনুরূপ হইবে। এ যুগেও আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে মসিহ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার জামাতে শামিল হওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ-তায়ালার আশ্রয় রহিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণের পরিণামের জন্য আমাদের সম্মুখে আলোচিত নিদর্শন রহিয়াছে।

একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য। যেদিন ফেরাউন ডুবিয়া যায় এবং অজানাভাবে তাহার লাশ রক্ষিত হয় সেদিন মিসর রাজ গগনে অমাবস্যা। মিশরের সূর্য সেদিন রাহুগ্রস্থ হইয়া অস্তমিত হয়। এ যুগে তাহার প্রাণহীন মন্দিরের জলমগ্ন হওয়ার বিপদ হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার প্রাপ্তির অনুষ্ঠানের জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে, সেদিনও অমাবস্যা এবং সন্ধায় পূর্ণ সূর্য গ্রহণ। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্য ইহার মধ্যে সবক রহিয়াছে।

তাহফ্‌ফুযে খতমে নবুওয়াত

[খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ]

আহমদ সাদেক মাহমুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট উক্তি এবং বুযুর্গানে উম্মতের সর্ব-সম্মত মতানুযায়ী আহমদীয়া জামাতের এই ধর্ম-বিশ্বাস যে, সৈয়দুল আওয়ালী-ওয়াল আখেরীন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের নেতা ও প্রভু) নবী-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ফয়যান (আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রবাহ) অব্যাহত রহিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। তাঁহার আনুগত্য ও অনুবর্তিতার ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁহার ফয়যানে কল্যাণমণ্ডিত হইয়া এই উম্মতের উপযুক্ত ব্যক্তিরা সালেহ, শহীদ, সিদ্দীক এবং শরীয়ত-বিহীন উম্মতী নবী পর্যন্তও হইতে পারেন।

॥ ১ ॥

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা নবী আকরাম (সাঃ)-এর ফয়যানের উক্ত উচ্চতম মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কথা আয়াত খাতামান-নবীয়ীন ব্যতীত বিভিন্ন আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন। নিম্নোক্ত আয়াতেও ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ—

يا ايها النبى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا ○ و بشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ○ (الاحزاب : ٤٦ - ٤٧)

অর্থাৎ—হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে শাহেদ (সকল সত্য ও সত্যবাদীর সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষীদাতা এবং সকলের উপর তত্ত্বাবধক) রূপে, (মোমেনগণের জন্য অনন্ত কল্যাণ লাভের) সুভ-সংবাদদাতা স্বরূপ, (অস্বীকারকারীগণের জন্য) সতর্ক-কারী হিসাবে, আল্লাহ্‌র দিকে তাঁহার নির্দেশ মত আহ্বানকারী এবং ভাস্বর প্রদীপ বা সূর্য স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি, এবং (হে নবী!) মোমেনদিগকে এই শুভ-সংবাদ দিয়া দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বৃহদাকার কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে।"

(সূরা আহযাব :৪৬—৪৭)।

খাতামান-নাবীয়ীনের উল্লেখের পর একই সূরায় উক্ত আয়াতে আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার উম্মতের মর্যাদা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাকে سراجا منيرا আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ এই যে, তিনি এমন প্রজ্জ্বালনকারী প্রদীপ বা সূর্য, যাহা সমস্ত বিশ্বে আলো প্রসারিত করিবে এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার উম্মতের মোমেনদিগকে নুরান্বিত ও আলোকিত করিবে। হযরত ইমাম যারকানী (রহঃ) লিখিয়াছেন ঃ—

قال القاضى ابو بكر بن العربى قال علماؤنا سمى سراجا لان السراج الواحد يوخذ منه السرج الكثيرة ولا ينقص من ضوئه شيئ [زرقانى شرح مواهب اللدنية جلد ٣ ص ١٧١]

অর্থাৎ কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বর্ণনা করেন—আমাদের উলেমা বলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে সেরাজ (প্রদীপ) এ জন্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, একটি প্রদীপ হইতে অপরাপর অসংখ্য প্রদীপ আলোকিত করা যাইতে পারে; এতদসত্ত্বেও

আসল প্রদীপের আলোর মধ্যে কোন অভাব ও ত্রুটির সৃষ্টি হয় না।"

সাধারণ ব্যক্তিগণত খাতামান-নাবীয়ীন শব্দকে ঐশী-কল্যাণ প্রবাহের বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই আঁ-হযরত (সাঃ)-কে سراجا منيرا আখ্যা দিয়া ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন:

وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا

("হে নবী!) আপনি উম্মতের মোমেনদিগকে শুভ-সংবাদ দিয়া দিন যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বৃহদাকার কল্যাণ নির্ধারিত আছে।" (আহযাব)।

॥ ২ ॥

মোহাম্মদীয় উম্মতের জন্য "ভাস্বর প্রদীপ" মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর যে বৃহদাকার কল্যাণ নির্ধারিত আছে, আল্লাহ্‌তায়ালা উহার বিশ্লেষণ নিজেই নিম্নরূপ করিয়াছেন:—

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ٥ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ٥ (النساء: ٦٩ - ٧٠)

অর্থাৎ—"যাহারা আল্লাহ্‌ এবং এই রসুল [মোহাম্মদ (সাঃ)]-এর অনুবর্তীতা করিবে, তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাদিগকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ রূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের সহিত (সমমর্যাদায়) আসীন হইবে। উহারা পরস্পর উত্তম সাথী হইবে। ইহাই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 'আল-ফযল'—সেই কল্যাণ [যাহা নূর নবী মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতে প্রদত্ত হওয়ার ওয়াদা ও খোশ-খবর দেওয়া রহিয়াছে]। অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।"

এই আয়াতে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইহাতে মোহাম্মদীয় উম্মতের মরতবা ও মর্যাদার উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সুরা আহযাবে মুসলমানদিগকে যে ফযল বা কল্যাণের সুভ-সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, উহা সেই চারি মর্যাদা, যাহা সুরা নেসার উক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্যই উহাদের উল্লেখের পর মূহুর্ত্তই বলা হইয়াছে:— ذلك الفضل من الله অর্থাৎ—ইহা সেই প্রতিশ্রুত ইলাহী ফযল (ঐশী কল্যাণ), যাহার ওয়াদা খাতা-মাননবীয়ীন মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মতের মোমেন-দিগকে সুরা আহযাবে দেওয়া হইয়াছিল। খাতামান নবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছিল وكان الله بكل شيء عليما— অর্থাৎ—আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। ومن يطع الله والرسول আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে ও উহারই সমঅর্থে বলা হইয়াছে:— وكفى بالله عليما—অর্থাৎ, অসীম ও পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ যথেষ্ট। এই সামঞ্জস্যও ইহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আলোচ্য আয়াতে বস্তুতঃ রসুল করীম (সাঃ)-এর খাতামান নবীয়ীন হওয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়াছে। রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন:— القران يفسر بعضه بعضا 'কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।' উক্ত ব্যাখ্যা এই যে, রসুল করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবাহের ফলে তাঁহার অনুগমনের দ্বারা তাঁহার উম্মত আপন আপন আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও পূণ্য ফলানুযায়ী আয়াতে বর্ণিত চারি শ্রেণীর ফযল ও এনয়াম (কল্যাণ ও পুরস্কার) প্রাপ্ত হইবে।

হযরত ইমাম রাগেব (রহঃ) তাঁহার রচিত কুরআনের অভিধান গ্রন্থ 'আল-মফ্‌রাদাত ফি গরীবেল কুরআন'-এ লিখিয়াছেন:

مع يقتضى الاجتماع اما فى المكان نحو هما معا فى الدار او فى الزمان نحو ولدا

معا او فى المعنى كالمتضايفين نحو الاخ والاب فان احدهما صار اخا للاخر فى حال ما صار الاخر اخاه واما فى الشرف والرتبة نحوهما معا فى العلو.

(المفردات زير لفظ مع ص ٤٧٧)

অর্থাৎ—مع (মাআ) শব্দ দুই বা ততোধিক বস্তুর পরস্পর মিলনকে চায় এবং এই সম্মিলন চার প্রকারে হইতে পারে—(১) দুইটি বস্তুর একই স্থানে একত্রিত হওয়া; (২) দুইটি বস্তুর একই সময়ে একত্রিত হওয়া; (৩) দুই জনের বা দুইটি বস্তুর একটি আপেক্ষিক বিষয়ে একত্রিভূত হওয়া; (৪) দুই জনের এক পর্য্যায় বা মর্যাদার সমস্তরে হওয়া।

ইহা স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদীয় উম্মতের ব্যক্তিগণের পূর্ব-বর্তী নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণের সঙ্গে সময় ও স্থানের দিক দিয়া পরস্পর মিলন ঘটে নাই। পূর্বের পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত মুহাম্মাদীয় উম্মতের একত্রিত হওয়া শুধু মরতবা এবং মর্যাদায় সমস্তরে হওয়ার দিক হইতেই সম্ভবপর। এই প্রকারের معيت বা সম্মিলন وتوفنا مع الابرار (آل عمران ١٩٣ع) কুরআনী আয়াতেও বুঝানো হইয়াছে। কেননা ইহার অর্থ, আমাদিগকে নেক হওয়ার অবস্থায় মৃত্যু দিও। এ অর্থ কখনও নয় যে, যখন কোন নেক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে আমাদিগকেও মৃত্যু দাও। যেহেতু ومن يطع الله والرسول আয়াতে খয়রে-উম্মত (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত)-এর মরতবা ও মর্যাদা বর্ণিত হইয়াছে, সেই ফযল বা কল্যাণ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা আল্লাহ্-তায়ালা এই উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই হেতু আলোচ্য আয়াতে মর্যাদায় সমস্তরে হওয়ার অর্থই হইতে পারে।

যদি বলা হয় যে, উম্মতের কেহ নবী হইতে পারিবে না, তবে উহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উম্মতের মধ্য হইতে কাহারও সালেহ, শহীদ, এবং সিদ্দিক হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। কেননা مع (মাআ) শব্দত প্রত্যেকের সহিত জড়িত।

مع (মাআ) শব্দের অর্থ যেহেতু আরবী অভিধান এবং কুরআনী আয়াত অনুযায়ী মরতবা ও মর্যাদায় সম্মিলিত হওয়াও হইয়া থাকে এবং আলোচ্য আয়াতে উক্ত অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেহেতু আয়াতের এই ব্যাখ্যার উত্তরে যাহারা

محمد رسول الله والذين معه - ان الله مع المؤمنين ان الله مع الصابرين - هو معكم اينما كنتم

কুরআনের আয়াতগুলি পেশ করিয়া থাকেন, ইহা তাহাদের একটা অবান্তর চেষ্টা মাত্র।

প্রসিদ্ধ তফসির-গ্রন্থ "বাহরুল-মুহীত"-এর লিখক তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে এবং কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান লিখক ইমাম রাগেব (রহঃ) কর্তৃক সুরাহ্ নিসার আলচ্য আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

والظاهر ان قوله من النبيين تفسير للذين انعم الله عليهم فكأنه قيل من يطع الله والرسول منكم الحقه الله بالذين ثقد مهم من انعم الله عليهم قال الراغب من انعم الله عليهم من الفرق الاربع فى المنزلة والثواب النبى بالنبى والصديق بالصديق والشهيد بالشهيد والصالح بالصالح -

(تفسير بحر المحيط جلد ٣ - ص ٢٨٧ مطبوعه مصر)

অর্থাৎ—"প্রকাশ থাকে যে, এই আয়াতে, উহার 'মিনান-নাবীয়ীন' অংশ, 'আন-আমাল্লাহু-আলাইহিম' অংশের ব্যাখ্যা করিতেছে। অন্য কথায় বলা হইয়াছে

যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌ ও রসুলের অনুবর্তীতা করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে পূর্ববর্ত্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত লোকদের সহিত মিলিত করিবেন। রাগেব বলিয়াছেন, ইহার অর্থ :—তাঁহাদিগকে বর্ণিত চারি শ্রেণীর পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত মর্যাদা এবং পুরস্কারে সম্মিলিত করা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাঁহাকে নবুওয়াতের মর্যাদা ও পুরস্কারে নবীর সহিত সমাসীন করা হইবে; যিনি সিদ্দিক হইবেন, তাঁহাকে সিদ্দিকিয়তের মর্যাদায় সিদ্দিকের সহিত; শহীদকে শাহাদাতের মর্যাদায় শহীদের সহিত এবং সালেহ্‌কে সালেহিয়তের মর্যাদায় সালেহ্‌র সহিত সমাসীন করা হইবে।"

(তফসীর বাহ্‌রুল মহীত; ৩য় খণ্ড ২৮৭ পৃঃ, মিশরে মুদ্রিত সংস্করণ)

ইমাম রাগেবের এই ব্যাখ্যায় বর্ণিত উক্তি النبى بالنبى (তোমাদে মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাহাকে নবীর সহিত) দ্বারা আয়াত অনুযায়ী দুইটি কথার চরম মিমাংসা হইয়া গেল—

(১) রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুবর্ত্তীতায় উম্মতে নবী হইবেন, যেমন উম্মতে সিদ্দিক ও শহীদ এবং সালেহ হইবেন।

(২) উম্মতের নবী নবীগণের জামাতের অন্তর্ভুক্তও হইবেন, যেমন উম্মতের সিদ্দিক ও শহীদ এবং সালেহ সকল সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্‌র জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

॥ ৩ ॥

কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা উপরোল্লেখিত আয়াতগুলিতে হযরত খাতামান নবীয়ীন (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক ক্রিয়াশক্তির কল্যাণে তাঁহার অনুবর্তিতায় নবুওয়াত, সিদ্দিকিয়ত, শাহাদাত ও সালেহিয়ত—চারি শ্রেণীর এন্‌আম বা পুরস্কার প্রাপ্তির শুধু ওয়াদা ও শুভ সংবাদ-ই প্রদান করেন নাই; বরং উম্মতে উহাদের প্রাপ্তির জন্য উম্মুল-কিতাব সুরাহ ফাতেহায় দোয়াও শিখাইয়াছেন :—

اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ○

অর্থাৎ—হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত কর, তথা তাহাদের পথে পরিচালিত কর, যাহাদিগকে তুমি এন্‌আম বা পুরস্কার প্রাপ্ত করিয়াছ। তাহাদের পথে পরিচালিত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, যাহারা মাগযুবে আলাইহিম (ঐশী ক্রোধগ্রস্ত) এবং যাল্লীন (পথ-হারা) হইয়াছে।

বহুল বর্ণিত হাদিস মোতাবেক রসুল করীম (সাঃ) 'মাগযুব আলাইহিম ও যাল্লীন বলিতে যথাক্রমে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বুঝাইয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, এই উভয় জাতি যখন আধ্যাত্মিক অধঃপতনের শিকার হয়, তখন তাহারা মাগযুব এবং যাল্লীনে পরিণত হয় এবং তখন হইতেই তাহারা নবুওয়াত সহ যে সমস্ত আধ্যাত্মিক পুরস্কারের পূর্বে অধিকারী ছিল, উহা হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআনে বলিয়াছেন :

و اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكا - (المائدة : ٢٠)

অর্থাৎ—'মুসা তাঁর কওমকে বলিলেন যে, হে আমার কওম! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র পুরস্কারের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ বানাইয়াছেন।'

সুতরাং و جعلنا فى ذريته النبوة

(অর্থাৎ—ইব্রাহীমের বংশের মধ্যে আমরা নবুওয়াত নির্ধারিত করিয়াছি) আয়াত মোতাবেক হযরত ইব্রাহিমের বংশের একাংশ বনী-ইসহাক তথা বনী-ইস্রাইলের মধ্যে ক্রমাগত নবী হইয়াছেন। সেই পুরস্কারের কথাই হযরত মুসা (আঃ) তাঁহার

কওম বনী ইস্রাইল তথা ইহুদীগণকে বলিতেছেন। তাঁহার পর ইহুদীদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত তৌরাতের অনুগামী বহু নবী আসিতে থাকেন। তাঁহারা কোন নতুন শরীয়ত আনয়ন করেন নাই; তাঁহাদিগকে দেওয়া ঐশীজ্ঞানের আলোকে তৌরাতেরই শিক্ষার দ্বারা ইহুদীদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও মীমাংসা এবং এসলাহ্‌র উদ্দেশ্যে আগমন করেন। যথা :—

انا انزلنا التورٰة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا - (المائدة - ع ٧)

অর্থাৎ—নিশ্চয় আমরা তৌরাত নাযিল করিয়াছি। উহার মধ্যে হেদায়েত এবং নূর আছে। উহার দ্বারা (আল্লাহ্‌র) অনুগত নবীগণ ইহুদীদের মধ্যে মীমাংসা করিতেন।" (আলমায়েদা,—রুকু, ৭ আয়াত নং ২৭)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর শুধু অস্বীকারই নয়, বরং তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ও পৈষাচিক ব্যবহার করার কারণে ইহুদীরা তাহাদের চরম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পরিচয় দিয়া তাহারা (সূরা মায়েদার ১১নং রুকুতে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী) অভিশপ্ত এবং (সূরাহ্ ফাতেহার শেষোক্ত আয়েতের ব্যাখ্যায় বহুল সংখ্যক প্রামাণিক হাদিসে বর্ণিত রসুল (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী) তাহারা মগযুব সাব্যস্ত হইয়া নবুওয়াতের এন্‌আম হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। খৃষ্টানগণও শীঘ্রই সেই সত্যপথ, যাহার উপর চলিয়া তাহারা ঐশী পুরস্কার সমূহের অধিকারী হইতে পারিত, উহা তাহাদের বিকৃত ও অন্ধকারপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাস ও বিপথ-গামীতার ফলে হারাইয়া ফেলিল। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা ঐশী পুরস্কার নবুওয়াতের মোড় ঘুরাইয়া দিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় অংশ বনী-ইসমাইলের দিকে। তাহাদের মধ্য হইতে নবী-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা নবুওয়াতের সমস্ত কামালাতের পূর্ণতম আধার-রূপে আবির্ভূত করিলেন। তিনি হইলেন 'সাইয়াদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন' অর্থাৎ 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের নেতা ও প্রভু'। (হাদিসগ্রন্থ দায়লামী)। তাঁহার সর্বোচ্চ প্রশংসা 'খাতামান-নবীয়ীন' ও 'সেরাজাম-মুনীরা' অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবাহ ও আলো বিতরণের সর্ব-প্রধান গুণের মাধ্যমে তাঁহার খয়রে উম্মত (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত)-কে পূর্ববর্তীদের সকল কামালাত ও এন্‌আমের উত্তরাধিকারী করা হইল।

اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين -

সুরাহ্ ফাতেহার শেষের এই আয়াতগুলিতে শিখানো দোয়ার মধ্যে 'সেরাতে মোস্তাকীম'-এর হেদায়েত তথা হযরত খাতামান-নবীয়ীন (সাঃ)-এর আদর্শ ও শিক্ষার পূর্ণ অনুগমন করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার অর্থাৎ নবুওয়াত, সিদ্দিকিয়ত, শাহাদাত ও সালেহিয়তের চারি শ্রেণীর পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে; এবং ইহার সঙ্গেই এই দোয়া করারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার পর কোন সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত মাগ্‌যুব এবং যাল্লীনে পরিণত হইয়া প্রতিশ্রুত ঐশী পুরস্কার হইতে বঞ্চিত না হইয়া যায়।

[৪]

উম্মতে আগমনকারী উম্মতী নবী হযরত রসুল করীম (সঃ)-এর অনুবর্তীতায় তাঁহার আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি (খলীফা) হিসাবে কুরআনের শিক্ষা ও উহার প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা শুধু উম্মতেরই নয়,

বরং সমগ্র মানব মণ্ডলীর এসলাহ (সংশোধন) ও হেদায়ত (পথপ্রদর্শন) করিতে আসিবেন; কোন নতুন শরীয়ত আনিবেন না, শরীয়ত কুরআনেরই থাকিবে, আদর্শ ও সার্বিক কর্তৃত্ব নবীশ্রেষ্ঠ হযরত রসুল করীম (সঃ)-এরই থাকিবে। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও তৌরাতের শরীয়ত মোতাবেক সংশোধন ও মীমাংসার উদ্দেশ্যে শরীয়ত বিহীন নবীগণের আগমনের কথা উপরোল্লেখিত সুরাহ মায়েদার আয়াত নং ২৭-এ বর্ণিত হইয়াছে। উক্তরূপে উম্মতী নবীর আগমন এবং তাহাদিগকেও গ্রহণ করার আবশ্যকতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতে আদেশের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

يا بني آدم اما يأتينكم رسل منكم
يقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلح
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥
(الاعراف : ٣٥)

অর্থাৎ—হে আদম সন্তানগণ! যখনই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসুলগণ আসিয়া তোমাদের নিকট আমার আয়াত বর্ণনা করিবে এবং তখন যাহারা তাকওয়া (খোদা ভিরুতা) অবলম্বন করিবে, এবং এসলাহ (আত্মসংস্কার) সাধন করিবে, তাহাদের জন্য ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।' (সুরাহ আরাফ, আয়াত ৩৫)।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতের পূর্বের আয়াত নং ২৬, ২৭, এবং ৩১-এ বনী আদাম (হে আদম সন্তানগণ) শব্দ আসিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে প্রত্যেক আয়াতেই বনী আদম দ্বারা সমস্ত মানবমণ্ডলীকে বুঝান হইয়াছে, বরং একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকেই বুঝান হইয়াছে যাহারা কুরআন শরীফের অবতরণ কালে বর্তমান ছিল এবং উহার পরবর্তীকালে ভূপৃষ্ঠে আদম সন্তান আবাদ থাকাকালীন পর্যন্ত যাহারা মজুদ থাকিবে। উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে একটি আয়াতে বলা হইয়াছে—,

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
انه لا يحب المسرفين ٥

অর্থাৎ—হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদের নিকটে আপন সৌন্দর্য লইয়া গমন কর। পানাহার কর, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করিও না। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা সীমা লঙ্ঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না।"

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, উক্ত আয়াতে আদম সন্তানকে সম্বোধন করিয়া যে সমস্ত আদেশ দেওয়া হইয়াছে, উহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, আদম সন্তান বলিতে হযরত আদম (আঃ)-এর সময়ের লোক বুঝায় না, বরং কুরআন নাযেল হওয়ার সময়ে এবং পরবর্তীকালের লোকদিগকে উক্ত আদেশগুলি দেওয়া হইয়াছে? এজন্যই ইমাম সিয়ুতী (রাঃ) 'ইয়া বনী আদম' সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ

فانه خطاب لاهل ذالك الزمان وكل
من بعده (اتقان جلد ٣ ص ٢٦ مصري)

অর্থাৎ—বনী আদম শব্দের দ্বারা এই যুগের এবং ইহার পরবর্তীকালের লোকদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। (এতকান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭)।

সুতরাং, يا بني آدم اما يأتينكم رسل منكم আলোচ্য আয়াতে মূলতঃ ও প্রধানতঃ ভবিষ্যতের মানব জাতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং সাধারণভাবে পূর্ববর্তীকালের মানবকেও গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে মোটেই এই অবকাশ নাই যে, বনী আদম বলিতে শুধু পূর্ববর্তী লোকদিগকেই বুঝিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কি ইহাও বুঝিতে হইবে না যে, পরবর্তী মানবগণ আদম সন্তান নহেন।

প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য আয়াতে

يقصون عليكم آيا تى

[তাঁহারা আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করিবেন]-এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত নবীগণ কুরআনের আয়াত সমূহ বর্ণনা করিবেন (يقصون)। নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে আসিয়াছে—, يتلو عليكم آيا تى অর্থাৎ 'তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করেন'। নবী (সাঃ) এবং উম্মতী নবীগণের জন্য ভিন্ন শব্দের ব্যবহার অতি স্বাভাবিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবী (সাঃ)-এর মানব জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে শরীয়ত আনয়নকে 'তেলাওয়াতে আয়াত' (আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এবং তাহার উম্মতে আগমনকারী নবীগণের জন্য 'কেসাসে আয়াত' (আয়াতগুলির বর্ণনা) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যাহা পূর্ব হইতে মজুদ আছে, উহাই উল্লেখিত ও বর্ণিত হইতে পারে। কুরআন যেহেতু কামেল ও মাহফুজ কিতাব, সেইহেতু উহার অধীনে আগমনকারী নবীগণ আসিয়া কুরআনের আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করিবেন। ইহার দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো যে, উম্মতী নবী কোন নতুন শরীয়ত আনিবেন না, কুরআনী শরীয়তের অধীন হইবেন এবং উহার দ্বারাই এসলাহ ও সংস্কারকার্য-সমাধা করিবেন। فمن اتقى و اصلح يقصون (বর্ণনা করিবেন) অনুযায়ী বর্ণনার মধ্যে কুরআনের যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিবরণ ও হেদায়াত এবং তত্ত্ব-জ্ঞান অবশ্যই শামিল এবং آياتى (আমার আয়াত সমূহ)-এর দ্বারা যেখানে কামেল (পরিপূর্ণ) ও মাহ্‌ফুয (চির-সংরক্ষিত) কুরআনের আয়াত বুঝাইতেছে, তেমনিভাবে কুরআনের অধীনে এবং কুরআন ও নবী করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক ক্রিয়া-শক্তির কল্যাণ প্রবাহের ফল-শ্রুতি হিসাবে উম্মতি নবীগণ নিত্য-নতুন ঐশী-নিদর্শনাবলী ও মোজেযা (অলৌকিক-ক্রিয়া সমূহ) প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা উহাদের দ্বারা কুরআন ও রসুল করীম (সাঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদা ও কামালিয়ত এবং প্রকৃতপক্ষে কুরআনের অমর কিতাব ও মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অমর রসুল হওয়া সপ্রমান করিবেন। উক্ত উম্মতী নবীগণকে গ্রহণ করিয়াই মুসলমানগণ; বরং সমস্ত মানবজাতি ভয় ও দুঃখের কালছায়া হইতে মুক্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিবে— فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون

(ক্রমশঃ)

★

একটি অবিস্মরণীয় নাম

হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ (রাঃ)

আব্ আহমদ গোলাম আম্বিয়া

[তথ্য মুসলিম হেরাল্ড পত্রিকা হইতে সংগৃহীত]

আহমদীয়তের ইতিহাসে যাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে শহীদ হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৫৩ সালে তিনি আফগানিস্তানের খোস্ট শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন ধার্মিক ও প্রভাবশালী লোক ছিলেন। কাবুলের রাজ পরিবারে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর ছিল। বালক আবদুল লতিফ পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। উনিশ শতকের তমাসাচ্ছন্ন যুগে আফগানিস্তানে শিক্ষা বলিতে আরবী, পারসী, ইসলামী নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র এবং প্রাচীন দর্শনকেই বুঝাইত। কোরান ও হাদিস পাঠ্যসূচীর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ছেলেদের বিদেশে ও দূরবর্তী শহরে প্রেরণের রীতি তখনও আফগানিস্তানে চালু ছিল।

বাল্যশিক্ষা শেষে হযরত আবদুল লতিফ আরও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আফগানিস্তানের কতিপয় খ্যাতনামা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গমন করেন এবং সেই সকল বিদ্যায়তনে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার উর্দু শিক্ষারও সুযোগ হয়।

ইসলাম ও পবিত্র কোরানের জ্ঞান তাঁহাকে আল্লাহ্তালার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং তিনি তাঁহার অধিক সময় এবাদতে অতিবাহিত করিতে শুরু করেন।

হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ প্রায় ৩০ হাজার একর জমির মালিক ছিলেন। এই জমি হইতে তাঁহার যে আয় হইত তিনি তাহার বিরাট অংশ দুস্থ, বিধবা, এতিম এবং প্রজাদের সাহায্যে ব্যয় করিতেন।

তিনি পড়াশুনার প্রতি এতবেশী অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি নিজেই একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। তাঁহার পাঠাগারে ধর্মীয় দর্শন এবং ইসলামী সাহিত্যের বহু মূল্যবান পুস্তকের সমাবেশ ছিল। পবিত্র কোরান চর্চ্চা এবং ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ-হৃদয়ঙ্গমের সাধনাই তাঁহার জীবনের মহান ব্রত ছিল।

রোজা এবং এবাদত, মানুষ ও তাহার স্রষ্টার মধ্যে মিলনের প্রধান সেতুবন্ধ। এই সেতুবন্ধ একবার রচিত হইয়া গেলে সৃষ্টি ও তাহার স্রষ্টার মধ্যে মিলনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সত্যস্বপ্ন, জাগ্রত কাশফ এবং ঐশীবাণী লাভের দরজা তখন বান্দার জন্য দশদিক হইতে খুলিয়া যায়। হযরত আবদুল লতিফের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের সময় আল্লাহ্তালার বাণীর যে মেঘ মুষলধারা বর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছিল তাহা হইতে কিছু বিন্দু হযরত আবদুল লতিফকেও দান করিয়াছিল। তিনি পরপর কয়েকটি

ইলহামে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট রহিয়া রহিয়া নিয়মিতভাবে ইলহাম নাজেল হইতে শুরু করিল যে, তিনি কখনও কখনও ভাবিতে লাগিলেন আল্লাহ্‌তায়ালা হয়ত জামানার মাহদী হিসাবে তাঁহাকেই প্রেরণ করিয়াছেন। ইলহামের ধারা অব্যাহত রহিল। তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)-এর আগমন ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে অন্বেষনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং দোয়া করিতে লাগিলেন যেন আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে তাঁহার প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে চেনার তৌফিক দান করেন।

অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের জন্য আফগানিস্তানে হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ খুবই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কাবুলের রাজ পরিবারের তিনি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। আমির আবদুর রহমান খান তাঁহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আমির হাবিবুল্লা খানের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে আফগানিস্তান এবং বৃটিশ ভারতের সীমানা নির্ধারনের জন্য উভয় সরকারের পক্ষ হইতে একটি যুক্ত কমিশন গঠিত হয়। আমির আবদুর রহমান খান হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফকে এবং সর্দার শিরিন দিল খানকে কমিশনে আফগানিস্তানের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কমিশনে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন অনারেবল স্যার মর্টিমার ডুরাণ্ড এবং নওয়াব স্যার আবদুল কাইয়ুম খান। সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে কয়েকবার পেশোয়ারে কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আবদুল লতিফের প্রচেষ্টা ও পরামর্শ উভয় পক্ষের নিকট আদৃত হয়। পেশোয়ারে অবস্থানকালে তিনি সৈয়দ চান বাদশাহ্ নামক এক ব্যক্তির নিকট সর্বপ্রথম জানিতে পারেন যে, কাদিয়ানে এক ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসিহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবী করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিকট হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর নামও জানিতে পারেন। হযরত আবদুল লতিফ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) সম্পর্কে জানার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। চান বাদশাহ্ তাঁহাকে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর "আয়নায়ে কামালতে ইসলাম" পুস্তকটি পড়িতে দেন। হযরত আবদুল লতিফ দিবা রাত্রি জাগিয়া পুস্তকটি পাঠ করেন এবং হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

দুইজন শিষ্যকে কাদিয়ান প্রেরণ

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি হযরত আহমদের সহিত সাক্ষাত করার জন্য মওলবী আবদুর রহমান এবং মওলবী আবদুল জলিল নামক তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত ও ধার্মিক শিষ্যকে কাদিয়ান প্রেরণ করেন। হযরত আহমদের দাবী, তাঁহার কার্যকলাপ ও চেহারা সম্পর্কে রিপোর্ট দানই ছিল তাঁহাদের দায়িত্ব। তিনি গভীরভাবে হযরত আহমদকে পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁহাদের নির্দেশ দিয়া দেন।

এই দুই ব্যক্তি কাদিয়ান পৌঁছিয়া হযরত আহমদের পারিপার্শিক পবিত্র পরিবেশ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা সংগে সংগেই হযরত আহমদের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন।

উনিশ শত সালে হযরত আবদুর রহমান জেহাদ সম্পর্কে হযরত আহমদের লিখিত কতিপয় পুস্তিকা লইয়া তাঁহার মাতৃভূমি খোষ্টে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে পাক-ভারতে বিশেষ করিয়া আফগানিস্তানে দারুণভাবে জেহাদের ভুল ব্যাখ্যা প্রচারিত হইতেছিল। জেহাদের নামে তখন বিধর্মীদের রক্তপাতের জন্য দারুণভাবে উস্কানী চলিতেছিল। আমির আবদুর রহমান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার

করিয়া জেহাদের নামে আফগান উপজাতীয়দের ক্ষেপাইয়া বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন এলাকা জবর দখল করিয়া তাঁহার রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। আফগান রাজকীয় মহল এই ব্যাপারে দেশের মোল্লা সমাজকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান পূর্ব হইতেই জেহাদ সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলেন। জেহাদ সম্পর্কে হযরত আহমদের যুক্তিপূর্ণ এবং কোরান ও হাদিস সম্মত ব্যাখ্যা তাঁহার খুবই মনোপুত হয়। খোষ্টে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি হযরত আবদুল লতিফের সহিত সাক্ষাৎ করার পরই তাঁহার মোল্লা বন্ধুদের সহিত জেহাদের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য কাবুল চলিয়া যান।

হযরত আবদুর রহমানের শাহাদৎ

রাজকীয় সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে কাবুলের মোল্লাগণ আমিরের নিকট অভিযোগ করে যে, মওলবী আবদুল রহমান জেহাদের ব্যাপারে মিথ্যা মতবাদ প্রচার করিতেছেন। যেহেতু জেহাদ সম্পর্কে হযরত আহমদের (আঃ) মতবাদ আমির আবদুর রহমানের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল এবং মোল্লাদের প্রচলিত মতবাদের বিরোধী ছিল এই জন্য কাবুলের আমির হযরত আবদুর রহমানকে তাঁহার দরবারে ডাকিয়া পাঠান। সেখানে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘ কয়েক মাস পর তাঁহাকে কারাগার হইতে পুনরায় কাবুলের আমিরের নিকট হাজির করা হয়। আমির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি পূর্বের ন্যায় জেহাদ সম্পর্কে হযরত আহমদের (আঃ) মতবাদ পোষণ করেন কি না। হযরত আবদুর রহমান অবিচলিত ভাবে হাঁ সূচক জবাব দান করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমির তাঁহার মৃত্যু পরওয়ানায় দস্তখত দান করেন। জিঞ্জির ও হ্যাণ্ডকাপ পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে রাজ দরবার হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং নির্দয়ভাবে গলা টিপিয়া হত্যা করা হয়। আহমদীয়তের ইতিহাসে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম শাহাদতের ঘটনা।

এই ঘটনা শ্রবণের পর হযরত আহমদ (আঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হন। বস্তুত এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে তিনি এই সম্পর্কে একটি ইলহাম লাভ করিয়াছিলেন। ইলহামটি হইতেছে, "দুইটি ছাগ জবেহ করা হইবে"। ১৯০১ সালের মাঝা মাঝি হযরত আবদুর রহমানের শাহাদত বরণে ইলহামটি আংশিকভাবে পূর্ণ হয়। কিন্তু তখনও ইহার বাকী অংশ পূর্ণতার অপেক্ষায় ছিল।

অত্যাচারী আমিরের জীবনাবসান

এই ঘটনার পর আমির আবদুর রহমানের ধ্বংস ঘনাইয়া আসে। আল্লাহ্‌তালার ক্রোধ তাহার উপর চরম আঘাত হানে। তাহার দেহের দক্ষিণ অংশ সম্পূর্ণভাবে অবশ হইয়া যায়। যে ব্যক্তিটি তাঁহার নির্দ্দোষ প্রজাদের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিত সে এক আঘাতেই নিদারুণ অসহায় হইয়া পড়ে। বিছানায় পড়িয়া সে তাহার মৃত্যুর দিন গুণিতে থাকে। আফগানিস্তানের ও ভারতের বড় বড় চিকিৎসক তাহার শয্যার পাশে সমবেত হইয়া সম্মিলিতভাবে তাহার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা চালায়। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। হযরত আবদুর রহমানের নির্দয় হত্যার মাত্র তিন মাস পরে ১৯০১ সালের ৩রা অক্টোবর অত্যাচারী আমির আবদুর রহমান খানকেও ইহধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হয়।

হাবিবুল্লা খানের সিংহাসন আরোহন

আমির আবদুর রহমান খানের শোচনীয় মৃত্যুর পর আমির হাবিবুল্লা খান আফগানিস্তানের সিংহাসনে আরোহন করেন।

এই সময় তাহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সাহেবজাদা হযরত আবদুল লতিফ তাহার অভিষেক অনুষ্ঠান (দস্তার বন্দী) পরিচালনা করেন।

এই সময়ে আমির হাবিবুল্লা খানের ছোট ভাই নসরউল্লা খানকে রাজ্যের ডেপুটি শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

এক বৎসর পর হযরত আবদুল লতিফ আমিরের নিকট হইতে পবিত্র হজ্জে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। মক্কার পথে হযরত আবদুল লতিফকে আরব দেশে ব্যাপক কলেরা মহামারীর জন্য লাহোরে অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ তখন আবার কলেরার দরুন অন্য দেশের হাজীদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কড়া কড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আরবে কলেরা পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেই বৎসর হযরত আবদুল লতিফের পক্ষে হজ্জে গমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। লাহোর হইতে তিনি হযরত আহমদের (আঃ) সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান যাওয়ার মনস্থ করেন।

কাদিয়ানে হযরত আবদুল লতিফ

১৯০২ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি দিকে হযরত আবদুল লতিফ কাদিয়ান পৌঁছেন। তিনি সেখানে হযরত আহমদ (আঃ), তাঁহার পবিত্র সঙ্গীবৃন্দ এবং পবিত্র পরিবেশ দর্শন করিয়া অভিভূত হন। সেখানে ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজার রাজকীয় চিকিৎসক আলহজ্জ হযরত মওলানা নুরুদ্দিন, খ্যাতনামা ধর্মশাস্ত্র বিশারদ হযরত মওলবী আবদুল করিম, মানুষ বেশধারী ফেরেস্তা হযরত মওলবী শের আলী, (হযরত আহমদের নিকট এক ইলহামে তাহাকে মানুষ বেশধারী ফেরেস্তা বলিয়া উল্লেখ করা হয়) এবং আরও বহু আধ্যাত্মিক জ্যোতিক সদৃশ ব্যক্তি।

হযরত আবদুল লতিফ প্রার্থনারত অবস্থায় হযরত আহমদ (আঃ)-কে দর্শন করেন এবং তাঁহার চেহারা মোবারকে আধ্যাত্মিক দীপ্তি অবলোকন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন। হযরত আহমদের সৌম্যমূর্তি ব্যক্তিত্ব ও সর্বোপরি তাঁহার স্বর্গীয় দীপ্তিমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া হযরত আবদুল লতিফের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া পড়ে। প্রার্থনা শেষ হওয়ার সংগে সংগে তিনি তাঁহার বয়াত গ্রহনের জন্য হযরত আহমদের নিকট আবেদন জানান। বয়াত শেষে হযরত সাহেবজাদা সাহেবকে মেহ্মান খানায় স্থান দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি দীর্ঘ ৩ মাস কাদিয়ানে অবস্থান করেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি মুহূর্ত হযরত আহমদের সন্নিধ্যে কাটাইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি একটি মামলা উপলক্ষে হযরত আহমদের সহিত ঝেহলমও সফর করেন। (ক্রমশঃ)

★

॥ সম্পাদকীয় ॥

সত্য মতবাদের প্রচারে চিরদিনই বিরোধিতা হয়।

আল্লাহ্‌র বাণী, রসুলুল্লাহর বাণী মোতাবেক যুগের প্রতিশ্রুত মাহদী আগমন করিয়া যে ইলাহী সিলসিলাহ্ কায়েম করিয়াছেন উহা প্রথম হইতেই বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং আজিও তাঁহার সিলসিলার বিরুদ্ধে বিরোধিতা অব্যাহত আছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ১৯৫৩ সালে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকারীরা আহমদীয়া মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া তীব্র আন্দোলন চালায় এবং সেই আন্দোলন ক্রমশঃ সর্ব পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে ইহা এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে যে, পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য হইয়া সামরিক আইন জারি করিতে হয়। সরকার আন্দোলনকে তখনকার মত কঠোর হস্তে দমন করিলেও পাকিস্তানের শত্রুরা ভিতরে ভিতরে তাহাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। পশ্চিম পাকিস্তানে যে অশুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহারই দ্বিতীয় প্রকাশ দেখাইবার জন্য তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের নরম মাটিতে শিকড় গজাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি পাঞ্জাবে যেভাবে তাহারা বিফল হইয়াছে সেভাবেই এখানেও তাহারা বিফল হইবে এবং আল্লাহ্‌র শক্ত হস্ত তাহাদিগকে আঘাত করিবে।

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর ওলেমা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মাদ আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে তাঁহার বরাবরে এক খোলা চিঠি প্রকাশ ও প্রচার করে। ঐ খোলা চিঠিতে আমরা ঐ সুরই প্রতিধ্বনিত হইতে দেখিলাম যাহা ১৯৫৩ সালে ও তাহার পূর্বে পাঞ্জাবে প্রতিধ্বনিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু উহা যে কতবড় বিভ্রান্তিকর তাহা তাহাদের নিম্নোক্ত উক্তি হইতেই সপ্রমাণিত হইবে। তাঁহাদের প্রকাশিত খোলা চিঠির একস্থানে তাঁহারা লিখিয়াছেন, "দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই এলাকায় কোনরূপ ধর্মীয় বিতর্কের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে।" উহা যে কত বড় সত্যের অপলাপ তাহা শিয়া-সুন্নী, মোহাম্মদী-হানাফীর লাঠিবাজির দিনগুলির কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অধিকন্তু ঐ খোলাচিঠির একস্থানে তাঁহারা আহমদীদের বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'আহমদীরা খতমে নবুওতের অস্বীকারকারী। ইহা জঘন্য মিথ্যা প্রচারণা বৈ অন্য কিছু নহে; কারণ একজন আহ্‌মদী রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে খাতামাননাবীঈন বলিয়া না মানিলে আহ্‌মদী থাকিতে পারেন না। আহ্‌মদীরা খাতামান নাবীঈনের ঐ অর্থই মানিয়া চলেন যাহা ইসলামের সর্বমান্য বুজুর্গানরা সর্বকালে করিয়া গিয়াছেন। ঐ খোলা চিঠির অপর এক জায়গায় তাঁহারা লিখিয়াছেন, "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই অঞ্চলে কতকগুলি বহিরাগত ধর্মদ্রোহী বাতেল ফের্কা ব্যাপক প্রচার কার্য পরিচালনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে এক ব্যাপক ধর্মীয় বিতর্ক ও দলাদলি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।" উদ্ধৃতি টুকু পড়িলেই যে কেহ আশ্চার্যান্বিত হইবেন যে, উহার সবটুকুই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিতে পূর্ণ, কারণ

১৯০৫ সাল হইতেই এই অঞ্চলে আহ্‌মদীয়াতের সূর্য উহার পূর্ণ প্রকাশ লইয়া উদীয়মান এবং তখন হইতে আজ পর্যন্ত উহার আলো দিন দিন উজ্জলতার সহিত প্রসারিত হইতেছে এবং হইতে থাকিবে। খোলা চিঠির অপর একস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে, "এমন কি কাদিয়ানীরা প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী জিলা দিনাজপুরে পশ্চিম পাকিস্তানের রাবওয়ার ন্যায় একটি কাদিয়ানী শাসিত শহর সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।" ইহা সর্বৈব মিথ্যা। ইহা সর্বজনবিদিত যে, আহ্‌মদী জামাত পশ্চিম পাকিস্তানে রাবওয়া নামক যে শহর কায়েম করিয়াছে, উহা কাদিয়ানী শাসিত নহে। উহা ঝং জিলার লায়িয়া থানার অধীন একটি ক্ষুদ্র এলাকা। দিনাজপুরে আহ্‌মদী বা কাদিয়ানীরা কোন রকম শহর স্থাপনের কোন প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত চালায় নাই। এই জাতীয় জঘন্য মিথ্যাই যে তথাকথিত ওলামাদের একমাত্র বেসাতী—তাহারা ধর্মের এবং জনসাধারণের কেমন খেদমতগার সকলকেই তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কাদিয়ানীরা কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে নাই বা করে না; বরং তথাকথিত শান্তির ধ্বজাধারীরা, মুখে শান্তির বাণী, হাতে ডাণ্ডা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কাদিয়ানী মতবাদ আল্লাহর ফজলে সমস্ত জগতে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে; কিন্তু কোন দেশের জনসাধারণ ও রাজসরকারই তাহাদিগকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসাবে পায় নাই; বরং তথাকথিত শান্তির বুলি উচ্চারণকারীদিগকেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পাইয়া চিরদিনই শাস্তি প্রদান করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের মুখে তালা লাগাইতে বাধ্য হইয়াছে।

ইসলামের শিক্ষা হইল বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইতে না দেওয়া। অশান্তির সৃষ্টি করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি যাহারা করে, তাহারা ইসলামের ঐ মহান শিক্ষারই বিরোধিতা করে। তাহারা বিরোধিতা করে ঐ শিক্ষারও যাহা 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' (ধর্মের ব্যাপারে কখনও জোর জবরদস্তি করিবে না) আয়াতে বিধৃত হইয়াছে।

পরিশেষে আমাদের কথা হইল এই যে, সত্য চির দিনই সকল বিরোধিতা কাটাইয়া স্বীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডিয়মান করে। আহমদীয়া মতবাদও সত্যের পথে থাকিয়া শান্তি ও ধৈর্যের সহিত সকল বিরোধিতা কাটাইয়া আল্লাহর ফজলে ও রহমতে উহার পূর্ণ প্রকাশ দেখাইবে। ইনশায়াল্লাহ্।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন :	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ :	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.